সংবাদ

তারিখ 5 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

পুরনো পাঠ্যপুস্তকও বিক্রি হচ্ছে পাশাপাশি

বাজারে উঠেছে নতুন বই

রাশেদ মেহেদী ॥ বাজারে এসেছে নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক। পাশাপাশি গোপনে গত বছরের বইও বাজারজাত এবং বিক্রি অব্যাহত রেখেছে কিছু কিছু প্রকাশক। বাজারে বর্তমানে বইয়ের সঙ্কট না থাকলেও কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে কিছু প্রকাশক। শনিবার বাংলাবাজার ঘুরে এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাবাজারে সরজমিন পরিদর্শনকালে দেদারসে বিক্রি হতে দেখা গেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোটবই। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের ভিড় দেখা গেছে বাংলাবাজারে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক উদ্বোধন করেছেন। ২২শে জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২রা জানুয়ারি বাজারে আসার কথা ষষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর বাংলা কবিতা, পদ্য, ইংরেজি, বীজগণিত ও জ্যামিতি।

গতকাল দুপুরে বাংলাবাজার ঘুরে ওপরের সবক'টি বইই চোখে পড়েছে। তবে নাটোর, নড়াইল এবং গাজীপুর থেকে বই কিনতে আসা

বই ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

বই ঃ নতুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কয়েকজন বিক্রেতা জানান, বাজারে তারা সব বই পেলেও ৯ম ও ১০ শ্রেণীর বীজগণিত ও জ্যামিতি বইয়ের সরবরাহ কিছুটা কম রয়েছে। বাংলাবাজারের বিক্রেতারা এ দু'টি বই কম সংখ্যায় তাদের দিচ্ছে বলে তারা জানান। কত ভাগ কমিশনে বই কিনছেন- জানতে চাইলে তারা বলেন, কমিশনে কোন সমস্যা নেই। সতের থেকে পনের ভাগ কমিশন দেয়া হচ্ছে বলে তারা জানান। এ ব্যাপারে অন্য একটি সূত্র জানায়, মুদ্রক ও প্রকাশকরা শতকরা বিশ ভাগ কমিশনই দিচ্ছে ; তবে বাংলাবাজারের বিক্রেতারা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এ কমিশনে কিছু হেরফের করছে। এদিকে বাজারে গতবছরের বইও বিক্রি হচ্ছে নতুন বইয়ের পাশাপাশি। উল্লেখ্য, পুরনো বই বিক্রির ব্যাপারে আজ উচ্চ আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। আজ পর্যন্ত পুরনো বই বিক্রির ব্যাপারে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, হাইকোর্ট আগামী ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত পুরনো বই বিক্রির আদেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আপিল বিভাগে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড লিভ টু আপিল দায়ের করলে গত ২৬শে ডিসেম্বর এক সংশোধনী আদেশের মাধ্যমে আপিল বিভাগ ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত পুরনো বই বিক্রির ওপর স্থগিতাদেশ দেন।

গতকাল বাংলাবাজারের বেশ-কয়েকটি দোকানে নতুন বইয়ের পাশাপাশি পুরনো বই বিক্রি হতে দেখা গেছে। পুরনো বই কিনলে নতুন বইয়ের তুলনায় বাড়তি কমিশন দেয়া হবে বলে বাংলাবাজারের এসব বিক্রেতা জানান। এ ব্যাপারে বৃহত্তর ঢাকার দু'টি জেলা থেকে বই কিনতে আসা কয়েকজন বিক্রেতা জানান, তারা নতুন বইয়ের তুলনায় পুরনো বই বেশি নিয়েছেন। কারণ এসব বইয়ে কোন পরিবর্তন নেই। কমিশন বেশি পাচ্ছেন। তবে অধিকাংশ বড় দোকানে প্রকাশ্যে গত বছরের বই বিক্রি হতে দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে বাংলাবাজারের বড় একটি দোকানের বিক্রেতা বলেন, কোন কাস্টমার যদি গতবছরের বই চায়, আমাদের কাছে থাকলে আমরা দিতে পারি। এটা আমাদের সামান্য ব্যবসায়িক স্বার্থ। তবে নতুন বইই বেশি বিক্রি হচ্ছে বলে তিনি জানান।

একটি সূত্র জানায়, কিছু কিছু প্রকাশক প্রথম দু'দিন বাজারে কোন বই ছাড়েননি। গতকাল থেকে বই বাজারে ছেড়েছেন। এসব প্রকাশক বর্তমানে গত বছরের বই বিক্রির চেষ্টা করছেন। পরবর্তীতে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে বেশি লাভে বই বিক্রির চেষ্টায় তারা নতুন বই কম বাজারে ছাড়ছেন বলে সূত্র জানায়। তবে এ ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, কৃত্রিম সঙ্কটের চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। ইতোমধ্যেই বোর্ড আরও ২৫ লাখ বই মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছে। বাজারে বই সঙ্কটের কোন সম্ভাবনাই নেই।

গতকাল পরিদর্শনকালে বাংলাবাজারে দেদারসে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বই বিক্রি হতে দেখা গেছে। ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বইয়ের সাথেই নোটবই বিক্রি হচ্ছে। বড় দোকানগুলো শো রুমে অবশ্য এসব নোটবই দেখা যায়নি। মফস্বল শহর থেকে আসা বিক্রেতারা নোটবই কিনছেন দোকানগুলোর গুদাম থেকে। এ তথ্য জানান মফস্বল শহর থেকে আসা কয়েকজন বিক্রেতা। নোটবই সম্পর্কে তারা বলেন, দু'টি কারণে নোটবই তারা কিনছেন। প্রথমত, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এসব বইয়ের ব্যাপক চাহিদা, অন্যদিকে নোটবই কিনলে গড়ে তারা বাড়তি কমিশন পাচ্ছেন। পরিদর্শনকালে কোন বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়নি। গত বছরের বইয়ের মূল্যই নতুন বছরের বইয়ের গায়ে লেখা আছে। সমগ্র বাংলাবাজার এলাকায় মফস্বল শহর থেকে আসা প্রচুরসংখ্যক বিক্রেতার ভিড় দেখা গেছে। টুকরি, ভ্যানে তোলা হচ্ছে সারি সারি বই। বাংলাবাজারের বিক্রেতাদের দেখা গেছে ভীষণ ব্যস্ত। পত্রিকার পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চাইলেও অনেক কষ্টে তারা সময় বের করেছেন কথা বলার জন্য।